গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
এসএসপিএসপ্রোগ্রাম
www.cabinet.gov.bd

বিষয়:সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির ফোকাল পয়েন্টগণের সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সভারি তারিখ	:	১৫ অক্টোবর ২০১৯
সময়	:	বেলা ০৩:০০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ (১০০৫), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিবহণ পুল ভবন , ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগর তালিকা:পরিশিষ্ট-ক সংযুক্ত।

১। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির ফোকাল পয়েন্টগণের সমন্বয় সভার সম্মানিত সভাপতি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগেরসচিব, সমন্বয় ও সংস্কারজনাব শেখ মুজিবুর রহমান এনডিসি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি উল্লেখ করেন, সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সরকারের কয়েকটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত উদ্যোগের মধ্যে অন্যতম। দেশে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এতে প্রতিবছর বাজেটের প্রায় ১৪ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়। এ বছর এ খাতে বরাদ্দ ৭৪ হাজার কোটি টাকা, যা জিডিপির প্রায় ২.৫৮ শতাংশ।

২। তিনি বলেন সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে বেশ কিছু সংস্কার কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ২০১৫ সালে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা ২০১৮ সালে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছি। ইতোমধ্যে এক বছর অতিবাহিত হয়েছে এ পর্যায়ে আমাদের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

আলোচ্যসূচি-১: জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা

৩। অতপর তিনি সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী জনাব মোহাম্মদ খালেদ হাসান, সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ ,(উপসচিব)-কে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস)-এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রেজেন্টেশনটি উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান।

৪। জনাব মোহাম্মদ খালেদ হাসান একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহের দায়িত্ব সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট করাই এ কর্মপরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। কর্মপরিকল্পনাটি বাংলাদেশের সংবিধান, সপ্তমপঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা যেমন Universal Declaration of Human Rights, Social Protection Floors এবং সর্ব পরিটেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বিবেচনায় রেখে কর্মপরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৫। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনার বিষয়ে তিনি বলেন যে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বয়স্ক ভাতা ভোগীর সংখ্যা ২০২১ সালের মধ্যে ৬৫ লাখে উন্নীতকরণ; বয়স্ক ভাতার বয়স-সীমা ৬০ নির্ধারণ (বর্তমান বয়স-সীমা - মহিলা ৬২ এবং পুরুষ ৬৫); ৯০ বছরের উর্ধ্বের নাগরিকদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা (৩,০০০ টাকা প্রতি মাসে); প্রতিবন্ধী-ভাতা কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের যে সকল কর্মপরিকল্পনা রয়েছে তাহল খোলা বাজার বিক্রয় (ওএমএস) এবং খাদ্য-বান্ধব কার্ড (এফএলসি) প্রোগ্রাম শক্তিশালীকরণ; খাদ্য ভিত্তিক কর্মসূচি টাকাভিত্তিক কর্মসূচিতে রূপান্তরকরণ। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে খাদ্যভিত্তিক কর্মসূচি অব্যাহত থাকতে পারে; দেশের খাদ্য মজুদ নীতিমালা এবং ন্যায্য মূল্য নীতিমালা খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণকরণ; বাস্তবায়ন ব্যবস্থা উন্নতকরণ এবং ক্ষুদ্র কর্মসূচিসমূহ একত্রীকরণ।

৬। তিনি তাঁর উপস্থাপনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ , পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় , প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রানয়ালয়ের কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন। এ সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধিগণ তাঁদের কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় অবহিত করেন এবং সাধারণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

৭। সভায় জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রমের অগ্রগতির ওপর মন্ত্রণালয় ভিত্তিক একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয় (পরিশিষ্ট–খ)। প্রতিবেদনটির নিজ নিজ অংশ পর্যালোচনাপূর্বক মতামত থাকলে সভায় অংশগ্রহণকারীগণকে তাঁদের মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্ট অংশের উপর মন্তব্য করার জন্য অনুরোধ করা হয়। সদস্যগণ কোন মতামত প্রদান না করায় প্রতিবেদনটি সাময়িক প্রতিবেদন হিসাবে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে মর্মে সকলে ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

আলোচ্যসূচি-২: সামাজিক নিরাপত্তার থিমেটিক ক্লাস্টার সংক্রান্ত কমিটিসমূহের কার্যক্রম পর্যালোচনা

৮। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহকে বিষয় ভিত্তিক সমন্বয়ের নিমিত্ত ২০১৬ সালে পাঁচটি থিমেটিক ক্লাস্টার গঠন করা হয়েছিল। কৌশলপত্রে প্রতি তিন মাসে অন্ততঃ ক্লাস্টার সমূহকে একটি সভা করার নির্দেশনা রয়েছে কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ক্লাস্টারসমূহ থেকে নিয়মিত প্রতিবেদন পাচ্ছে না মর্মে সভাকে অবগত করা হয়। এই পাঁচটি থিমেটিক ক্লাস্টারের কাজ গুলো এনএসএসএস – এ বর্ণিত রয়েছে। থিমেটিক ক্লাস্টার গুলো তাদের নিজস্ব মন্ত্রণালয়ে পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর সমন্বয়ের সাথে সাথে অন্য মন্ত্রণালয়গুলো পরিচালিত কর্মসূচিগুলো নিয়ে আলোচনা করে সমন্বিত মানব জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে, এবং যে সকল কর্মসূচিগুলো জীবনচক্রভিত্তিক নয়, সে গুলোকে সামাজিক নিরাপত্তা থেকে পৃথক করে আলাদা কর্মসূচি হিসাবে পরিচালিত করবে। এ সকল ক্লাস্টারের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা জরুরী মর্মে সভায় আলোচিত হয়।

৯। ক্লাস্টারসমূহের সমন্বয়ের দায়িত্বে যে পাঁচটি মন্ত্রণালয় রয়েছে তাঁদের ফোকাল পয়েন্টগণ কে তাঁদের পরবর্তী সভা সমূহ যথা সময়ে আয়োজন করার জন্য সভাপতি অনুরোধ জানান। তিনি বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে থিমেটিক ক্লাস্টার সভা আয়োজনের বিষয়টি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) তে অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

আলোচ্যসূচি ৩ – সামাজিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট জেন্ডার স্ট্র্যাটেজি ও কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত আলোচনা।

১০। আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেকই হচ্ছে নারী। সুতরাং নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা সফল হতে পারে না মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। বিষয়টি বিবেচনা করে সরকার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল এর আলোকে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য একটি জেন্ডার স্ট্রাটেজি এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কিভাবে জেন্ডার স্ট্রাটেজি এবং কর্মপরিকল্পনা তাঁদের কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় করবে তা পর্যালোচনা করা আবশ্যক।

আলোচ্যসূচি ৪ - বিবিধ: সামাজিক নিরাপত্তা সম্মেলন আয়োজন।

১১। সভায় জানানো হয় গতবছর ২০১৮ সালে SSPS প্রোগ্রামের উদ্যোগে বাংলাদেশ সামাজিক নিরাপত্তা সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছিল। এবারও সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি সম্মেলন আয়োজন করা হবে এবং গত বছরের ন্যায় সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক কয়েকটি সভা আয়োজনের প্রয়োজন পড়বে। সভাপতি মহোদয় সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ সম্মেলন ও মেলায় অংশগ্রহণের অনুরোধ জানান।

১২। সিদ্ধান্ত:

বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক) জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাঁদের স্ব স্ব কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং নিয়মিত পরিবীক্ষণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়;

খ) জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত উপস্থাপিত প্রতবেদনটি পরিমার্জনপূর্বক অর্থ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের অবগতি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত প্রেরণ করতে হবে;

গ) সামাজিক নিরাপত্তা থিমেটিক ক্লাস্টার সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত (সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়) মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে নিয়মিতভাবে প্রতিপ্রান্তিকে একটি করে সভা আয়োজনপূর্বক সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

ঘ) থিমেটিক ক্লাস্টারগুলো তাদের নিজস্ব মন্ত্রণালয়ে পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সমন্বয়ের সাথে সাথে অন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচিগুলো নিয়ে আলোচনা করে সমন্বিত জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে এবং যে সকল কর্মসূচি জীবনচক্রভিত্তিক নয়, সে গুলোকে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম থেকে পৃথক করে আলাদা কর্মসূচি হিসাবে পরিচালনা করবে।

ঙ) সামাজিক নিরাপত্তার থিমেটিক ক্লাস্টার সমন্বয় সভা আয়োজন এবং NSSS কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংস্কার অনুবিভাগ এ বিষয়টি নিশ্চিত করবে;

চ) সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে প্রস্তুতকৃত জেন্ডার স্ট্রাটেজি ও কর্মপরিকল্পনাটি অনুমোদনের নিমিত্ত সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে;

ছ) আগামী ২৭-২৮ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে প্রস্তাবিত সামাজিক নিরাপত্তা সম্মেলন আয়োজনের লক্ষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ যথাশীঘ্র প্রস্তুতিমূলক সভা আয়োজন করবে;

জ) প্রস্তাবিত সামাজিক নিরাপত্তা সম্মেলন ২০১৯ আয়োজনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং সম্মেলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়।

১০। পরিশেষে আর কোন আলোচ্যবিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।

২৪/১১/১৯

(শেখ মুজিবুর রহমান এনডিসি)
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ